কোথায় আছেন তাঁরা?

বাংলাদেশে গুম

আলী রীয়াজ

cgs Centre for Governance Studies

কোথায় আছেন তাঁরা?

বাংলাদেশে গুম

আলী রীয়াজ

cgs Centre for Governance Studies

কোথায় আছেন তাঁরা?

বাংলাদেশে গুম

মার্চ, ২০২২

মুখ্য গবেষক

আলী রীয়াজ যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি- এর রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইসড প্রফেসর এবং আটলান্টিক কাউন্সিলের নন-রেসিডেন্ট সিনিয়র ফেলো। তিনি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ- এর উপদেষ্টামণ্ডলীর একজন সদস্য।

গবেষণা সহকারী

মাহতাব উদ্দীন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

দীপাঞ্জালী রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সুমাইয়া জাহিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ প্রোগ্রাম সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

আরমান মিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ এ গবেষণা সহকারী হিসেবে কর্মরত আছেন।

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) সুশাসন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং গণতন্ত্রায়ন বিষয়ে গবেষণা সম্পাদন করে এবং এই সকল বিষয়ে একাডেমিক পরিসর, সরকার, ব্যক্তিখাত, নাগরিক সমাজ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করে। বিস্তারিত জানতে দেখুন- http://cgs-bd.com/

cgs Centre for Governance Studies

৪৫/১ নিউ ইস্কাটন, তৃতীয় তলা, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০২৫৮৩১০২১৭, +৮৮০২৪৮৩১৭৯০২, +৮৮০২২২২২২৩১০৯

ইমেইল: ed@cgs-bd.com

ওয়েবসাইট: www.cgs-bd.com

সূচিপত্র

সারণি তালিকা	০৪
চিত্র তালিকা	০৪
সারসংক্ষেপ	০৫
ভূমিকা	০৬
গুম: সংজ্ঞা ও তাৎপর্য	০৮
পটভূমি	০৯
গুম সম্পর্কিত তথ্যাবলি, ২০১৯-২০২১	১১
সরকারি প্রতিক্রিয়া ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি	১৭
ভুক্তভোগীর কণ্ঠস্বর	১৮
উপসংহার ও সুপারিশ	১৮
গবেষণার মূল অংশের তথ্যসূত্র	২৯
গুম সম্পর্কিত তথ্যাবলির জন্য যেসকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে	৩০
কেসস্টাডির তথ্যসূত্র	৩১
পরিশিষ্ট এক : গুমের শিকার ব্যক্তিবর্গের তালিকা, ২০১৯-২০২১	২০
পরিশিষ্ট দুই : গুমের কেসস্টাডি, ২০১৯-২০২১	২৫

সারণি তালিকা

সারণি ১: গুম হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থা, ২০১৯-২০২১ ১১

সারণি ২: গুম হওয়া ব্যক্তিদের পেশা, ২০১৯-২০২১ ১২

সারণি ৩: গুমের মাসভিত্তিক সারণি, ২০১৯-২০২১ ১৩

সারণি ৪: গুমের অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান, ২০১৯-২০২১ ১৪

সারণি ৫: গুমের সাথে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০১৯-২০২১ ১৬

চিত্র তালিকা

চিত্র ১: গুমের ঘটনাসমূহ, ২০০৯-২০১৮ ০৯

চিত্র ২: গুমের ঘটনাসমূহ, ২০১৩-২০১৮ ১০

চিত্র ৩: বাংলাদেশে গুমের ঘটনার ভৌগোলিক চিত্র, ২০১৯-২০২১ ১৫

সারসংক্ষেপ

- বিগত দশক জুড়ে বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান গুম - অর্থাৎ 'রাষ্ট্র নিযুক্ত প্রতিনিধি বা রাষ্ট্র অনুমোদিত, সমর্থিত বা সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী কর্তৃক গ্রেফতার, আটক, অপহরণ বা অন্য কোনোভাবে স্বাধীনতা হরণ' - এর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্যানুসারে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৫২২ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। এই গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ২০১৯ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৭১টি গুমের ঘটনার শিকার ভুক্তভোগীদের নাম ও পেশা, নিখোঁজ হওয়ার স্থান এবং জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- ৭১টি গুমের ঘটনার মধ্যে ১৬ জন ভুক্তভোগী এখনো নিখোঁজ (২২.৫৩%), পাঁচ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে (৭.০৪%)। ২২ জনকে (৩০.৯৮%) গ্রেফতার, আটক বা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এই গবেষণার অধীনে সংগৃহীত ৫১ জন ভুক্তভোগীর পেশাসংক্রান্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি গুমের শিকার হয়েছেন - যার সংখ্যা ১১ জন করে (১৫.৪৯%)। তারপর সবচেয়ে বেশি গুমের শিকার হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা, যাদের সংখ্যা ৮ জন (১১.২৬%)। ইসলাম শিক্ষা, প্রচারণা ও এতদসংক্রান্ত চাকরিজীবী ৫ জন ব্যক্তি (৭.০৪%) গুমের শিকার হয়েছেন।

- ৫২টি ঘটনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এই তথ্য দেখাচ্ছে যে, ২১টি ঘটনার (৪০.৩৮%) সাথে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) জড়িত; এরপরেই রয়েছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (১৬টি, ৩০.৭৬%)।

- এসব ঘটনা সম্পর্কে সরকারের অস্বীকৃতি ও নিষ্ক্রিয় থাকার নীতি মৌনসম্মতি হিসেবে কাজ করেছে এবং অপরাধীদের মধ্যে দায়মুক্তির বোধ সঞ্চার করেছে। এই নীতির কারণে জাতিসংঘের যে অঙ্গসংগঠন ২০১১ সাল থেকে ভুক্তভোগীদের তথ্য চাইছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সরকার অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

- পরিস্থিতির গুরুত্ব ও ক্রমবর্ধমান ঘটনাসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে এই গবেষণা সুপারিশ করছে- ১) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের অবিলম্বে 1992 Convention on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance স্বাক্ষর করা; ২) গত দশকের গুমের প্রতিটি অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দেয়া এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা; ৩) গুমের শিকার ব্যক্তিবর্গের বিষয়ে সরকার জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহযোগিতা করা; ৪) সরকার কর্তৃক ভুক্তভোগীদের পরিবারকে হয়রানি বন্ধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ন্যায়বিচারের চেষ্টায় ভুক্তভোগীদের পরিবারকে আইনি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা; এবং ৫) গুমের ঘটনার তদন্ত ও জনসমক্ষে ফলাফল প্রকাশের ক্ষমতা প্রদানপূর্বক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)- কে ঢেলে সাজানো।

ভূমিকা

২০২০ সালের জানুয়ারির শুরুর দিকের ঘটনা। ইসমাইল হোসেন বাতেনের ব্যবসায়িক কর্মস্থল ও বাসায় পুলিশ উপস্থিত হয়ে তাঁর ছোট ভাই মোহাম্মদ খাইরুল আলম কর্তৃক ২০১৯ সালের ২০ জুন দায়েরকৃত একটা সাধারণ ডায়েরির প্রেক্ষিতে ইসমাইলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। পুলিশ ভালোভাবেই অবগত ছিল যে, দুই বছরের বেশি সময় যাবৎ ইসমাইল নিখোঁজ রয়েছেন। ২০১৯ সালে দায়েরকৃত সাধারণ ডায়েরিতে (জিডি) খাইরুল আলম উল্লেখ করেন, তাঁর ভাই নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁরা ভয় পাচ্ছেন যে তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। এবং তাঁরা অভিযোগ করেন, সাদা পোশাক পরিহিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁকে অপহরণ করেছে। তদন্ত করে ইসমাইলের সন্ধান দেয়ার জন্য কয়েক বছর ধরে তাঁর পরিবার পুলিশের কাছে আবেদন জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। হয় এক ধরনের সন্দেহজনক নীরবতা পালন করা হয়েছে, না হয় এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি বলে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ জোর দিয়ে বলতো, তিনি ফিরে আসবেন। স্থানীয় থানাতে সাধারণ ডায়েরি দায়ের করতেও পরিবারকে কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, কারণ পুলিশ পরিবারের অভিযোগ আমলে নিতে চায়নি এবং জিডি নথিভুক্ত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পরিবারের মতে, ইসমাইল হোসেন বাতেন ২০১৯ সালের ১৯ জুন নিখোঁজ হন। তিনি তাঁর কর্মস্থল ঢাকার গাবতলীর মাজার রোডের 'দাদা স' মিল', থেকে মধ্যাহ্নভোজের জন্য আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে আধা ঘন্টার মধ্যে তাঁর মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী নাসরিন জাহান স্মৃতি দাবি করেন র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা তাঁর স্বামীর গুমের সাথে জড়িত। এর কারণ ঐ কর্মকর্তার পিতার সঙ্গে ইসমাইল হোসেনের বিরোধ ছিল। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই অভিযোগের কোনো তদন্ত করেনি। প্রতিবছর নিখোঁজ হওয়ার দিনটি আসলে পরিবার বুকে আশা বাঁধে যে, কিছু একটা হবে, ইসমাইল বুঝি ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁদের আশা পূরণ হয়না, পিতাকে ছাড়াই ইসমাইল হোসেনের সন্তানেরা বড় হতে থাকে, তাঁর স্ত্রী এখনও স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করেন। প্রতিবছর ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে অন্যান্যদের সাথে ইসমাইল হোসেনের পরিবার সমাবেশে যোগ দিয়ে তাঁদের প্রিয় মানুষের সন্ধান দেয়ার দাবি জানান। কখনো কখনো পরিবারের সদস্যরা হতাশ হয়ে তাঁদের প্রিয় মানুষটির দেহটি কেবল ফেরত চান। সেদিন পুলিশ ইসমাইল সংক্রান্ত নতুন কোনো তথ্য নিয়ে তাঁর কর্মস্থল ও বাসায় যায়নি, বরং তাঁর স্ত্রীকে চাপ দিতে এবং আদৌ ইসমাইল গুমের শিকার হয়েছেন কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে গিয়েছিল।

কেবল ইসমাইলের পরিবারই এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়নি; অন্তত ছয়টি পরিবার সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে, পুলিশ তাদের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছে। এমনকি নয় বছর আগে গুমের শিকার হওয়া ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরাও হঠাৎ করেই পুলিশের কাছ থেকে এমন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হচ্ছেন। যেমন, মাহবুব হোসেন সুজনের ভাই জাহিদ খান শাকিল। নিউইয়র্ক ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ- এর একটি প্রতিবেদন জানায়, ২০১৩ সালের ৮ ডিসেম্বর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে কতিপয় ব্যক্তি সুজনকে অপহরণ করে। ২০২২ সালের ১০ জানুয়ারির আগ পর্যন্ত ঘটনার তদন্তে পুলিশের কোনো ধরনের আগ্রহ দেখা যায়নি। শাকিল সংবাদ মাধ্যমে জানান, 'এতগুলো বছরে পুলিশ আমার ভাইকে খুঁজে বের করতে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। আমরা প্রতিটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি, আমার ভাইকে খুঁজে বের করতে বারবার বলেছি। এখন হঠাৎ করেই, তারা তাঁর সম্পর্কে কথা বলতে চান' (মাহমুদ ২০২২)। সুজনের পিতা আব্দুল জলিল খান ভয়েজ অব আমেরিকাকে জানান, সুজনকে 'কিছু অপরিচিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তুলে নিয়ে গেছে' মর্মে একটি বিবৃতিতে পুলিশ তাঁকে স্বাক্ষর করতে বলে। তিনি স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান। জনাব খান এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হলেও, অন্যান্য অনেক পরিবার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং স্বাক্ষর করে। শিল্পী আক্তার তাঁদেরই একজন। তাঁর ভাই ফরিদ আহমেদ রাজু ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ রয়েছেন, এবং র‍্যাব কর্তৃক তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। শিল্পী আক্তার ভয়েজ অব আমেরিকাকে জানান, 'আমার স্বামী, মা ও আমাকে তিনটি পৃথক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। আমরা জানিনা কি লেখা আছে বিবৃতিতে। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করেছি কেন আমাদেরকে স্বাক্ষর করতে হবে, পুলিশ জানিয়েছে তারা আমাদের ভালোর জন্যই আমাদের সহায়তা করছে' (রহমান ২০২২)।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা পুলিশের এই কার্যক্রমের নিন্দা জানিয়েছে। পুলিশ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তারা তদন্তের স্বার্থে ভুক্তভোগীর পরিবারের কছে গিয়ে আরও তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছিল (মাহমুদ ২০২২)।

পুলিশের এই আকস্মিক দৌড়ঝাঁপ ও ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক অপহৃত ও দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা শুরু হয়েছে ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের মত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে র‍্যাব এবং এর ৭ সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর (মার্কিন ট্রেজারি ২০২১)। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ [UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances] জানায় যে, "তাদের কাছে বাংলাদেশে গুম হয়েছে এমন ৮৬ জন ব্যক্তির তালিকা রয়েছে যেখানে ভুক্তভোগীর ভাগ্যে কি ঘটেছে তা এখনও অজানা।" বাংলাদেশ সরকার অবিলম্বে এই ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান করবে বলে তাঁরা আশাবাদ পুনর্ব্যক্ত করে (নেত্র নিউজ ২০২১)।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কুশীলব তথা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গুমের অভিযোগগুলোকে গত এক দশকের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার গোষ্ঠী সংগ্রহ করছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ও জাতিসংঘের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের নতুন করে তাগাদা এই কথিত ঘটনাগুলোর প্রকৃতি ও গভীরতা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। বাংলাদেশ সরকার বছরের পর বছর এই বিষয়গুলো অস্বীকার করে আসছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক অপহৃত ব্যক্তিদের পরিবারের অভিযোগ, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এমন ঘটনাসমূহের সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড়, এবং সরকারের ধারাবাহিক অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে একটি গবেষণা প্রকল্পের সূচনা করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত গুমের প্রকৃতি ও ধরন (প্যাটার্ন) অনুসন্ধান করা। গবেষণাটি বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এই প্রতিবেদনে গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

গুম: সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

রাষ্ট্র কর্তৃক আইনবহির্ভূতভাবে ব্যক্তিকে অপহরণ এবং আটক করার ইতিহাস দীর্ঘ হলেও, গুম (enforced disappearance) বা অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধান (involuntary disappearance) ধারণাটি ১৯৭০ সালের দিকে আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই দশকে লাতিন আমেরিকার সামরিক শাসকগণ ভিন্নমতকে দমন করতে এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের সম্ভাব্য প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে লোক 'উধাও করে দেয়া'র কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্র প্ররোচিত এই পদ্ধতিগত ঘটনাগুলোর ভুক্তভোগীদের প্রথমদিকে 'নিখোঁজ' হিসেবে বর্ণনা করা হতো। কিন্তু চিলিতে অগাস্টো পিনোশে'র সামরিক শাসনামলে এটি ব্যাপকহারে দেখা দিলে এই বিষয়ে রাষ্ট্রের ইচ্ছাকৃত ও পদ্ধতিগত ভূমিকার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের বিবৃতি ও রেজ্যুলেশন এমন ঘটনার ভুক্তভোগীদেরকে 'persons unaccounted for' অথবা 'those who cannot be accounted for' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে গুম (Enforced Disappearance) শব্দটি চালু হয়। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য ঘোষণা (Declaration of the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) গৃহীত হওয়ার পর এই বিষয়ে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের দায়িত্বের প্রসঙ্গ সামনে আসে। ২০০৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ [International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)] গৃহীত হয়, যা ২০১০ সাল থেকে কার্যকর হয়।

এই প্রতিবেদনে ICPPED এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে গুম (enforced disappearance) শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কনভেনশন অনুসারে:

> 'গুম হচ্ছে রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি কিংবা রাষ্ট্রের অনুমোদনে, সমর্থনে বা সম্মতিতে কোনো ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী কর্তৃক কাউকে গ্রেফতার, আটক, অপহরণ বা অন্য কোনোভাবে স্বাধীনতা হরণ এবং পরবর্তীতে নিখোঁজ ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করার বিষয়টি স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানো এবং তার ভাগ্য ও অবস্থান গোপন রাখা, যেন তিনি আইনের সুরক্ষার বাইরে থাকেন'।

এই সংজ্ঞার তিনটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। গুমের তিনটা উপাদান আছে। এগুলো হচ্ছে- ১) ব্যক্তিকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা; ২) সরকারি কর্মকর্তার সম্পৃক্ততা, অন্তত তাঁদের জ্ঞাত থাকা; ৩) নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা বা ধামাচাপা দেওয়া। গা-ঢাকা দেওয়া অথবা ' স্বেচ্ছায় পলাতক' এমন 'নিখোঁজ' ব্যক্তিদের সাথে এই তিনটা উপাদান স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করে।

বিষয়টির গুরুত্ব আমলে নিয়ে, বিশেষত পরিবার, সমাজ ও শাসনকার্যের প্রকৃতির ওপর এর প্রভাব, এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করায় কনভেনশনের প্রস্তাবনায় এটাকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। রোম নীতিমালায় গুমের ভিন্ন একটি সংজ্ঞা গ্রহণ করা হলেও গুমকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে ।

পটভূমি

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর জ্ঞাতসারে বা সম্পৃক্ততায় নাগরিকদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বাংলাদেশে নতুন কোনো ঘটনা নয়। এই ধরনের ঘটনাকেই 'গুম' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিরোধী দল, বিশেষত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এর নেতাকর্মীদের গুম ও খুনের ঘটনা ঘটে। সেনাবাহিনীর শাসনামলে, বিশেষ করে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে (১৯৭৫-১৯৮১) বিভিন্ন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর অনেক মানুষের সন্ধান মেলেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। ১৯৭৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা অভিযান শুরু এবং শান্তিবাহিনী নামক বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তৎপরতা তীব্র হওয়ার পর থেকে বহু মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন। কখনো কখনো যারা 'নিখোঁজ' হয়েছিলেন তাঁদের লাশ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কেউ তাঁদের হত্যাকাণ্ডের দায় নেয়নি। অনেকে এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। ১৯৯৬ সালে কল্পনা চাকমার অপহরণ এবং নিখোঁজের ঘটনা এখনও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলো ছাড়াও, নাগরিক নিখোঁজের ঘটনা কখনো কখনো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বৃহৎ আকারে সংঘটিত হয়েছে। তবে ২০১০ সালের পূর্ব পর্যন্ত গুমের ঘটনা কখনও এতটা নিয়মিত এবং ব্যাপক আকারে সংঘটিত হতে দেখা যায়নি। সময়ের সাথে সাথে গুমের সংখ্যা বেড়েছে, এর পরিধি প্রসারিত হয়েছে, নানা শ্রেণি-পেশার নাগরিক এর শিকার হয়েছেন।

দুটি মানবাধিকার সংস্থার দ্বারা সংগৃহীত ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যকার তথ্য গুমের প্রবণতা তুলে ধরে। অধিকার- এর মতে, মোট ৫২২ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন: এর মধ্যে ১৩৭ জন তখনও নিখোঁজ ছিলেন, ৬৭ জন নিখোঁজ ব্যক্তির লাশ পরবর্তীতে পাওয়া গিয়েছিল, এবং ৩১৮ জন ফিরে এসেছিলেন (চিত্র ১)।

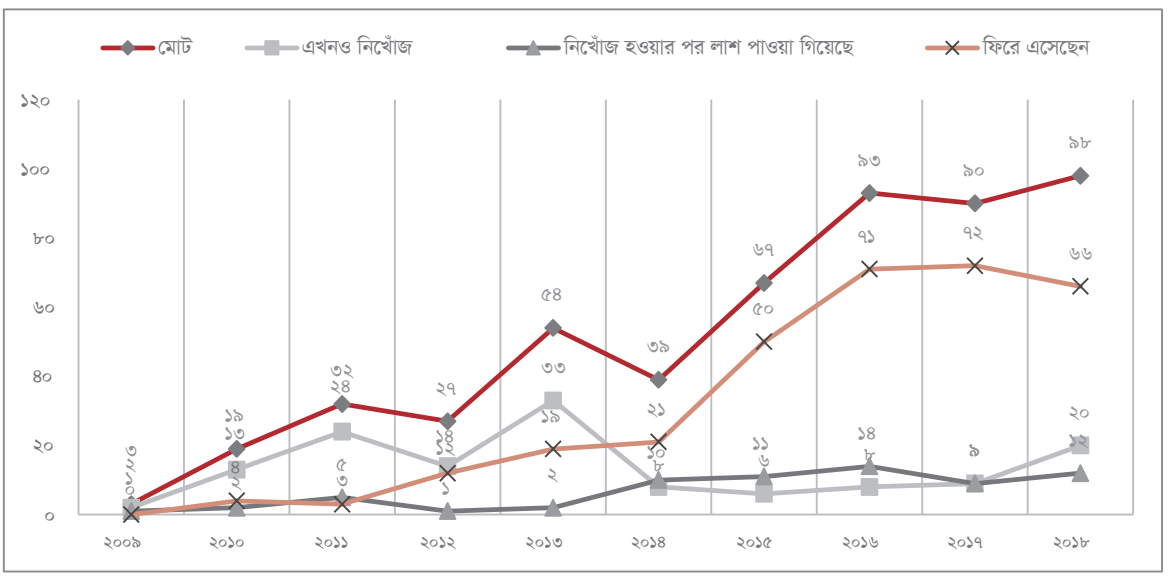

চিত্র ১: গুমের ঘটনাসমূহ, ২০০৯-২০১৮
সূত্র: অধিকার

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ২০১৩ সাল থেকে সরবরাহকৃত তথ্যের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলোর হ্রাসবৃদ্ধির প্রবণতা তুলে ধরে (চিত্র ২)। তাঁদের হিসেবে মোট ৩৮৭ টি গুমের ঘটনার মধ্যে ২৩৫ জন নিখোঁজ রয়েছেন, যেখানে ৪৯ জন নিখোঁজ ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

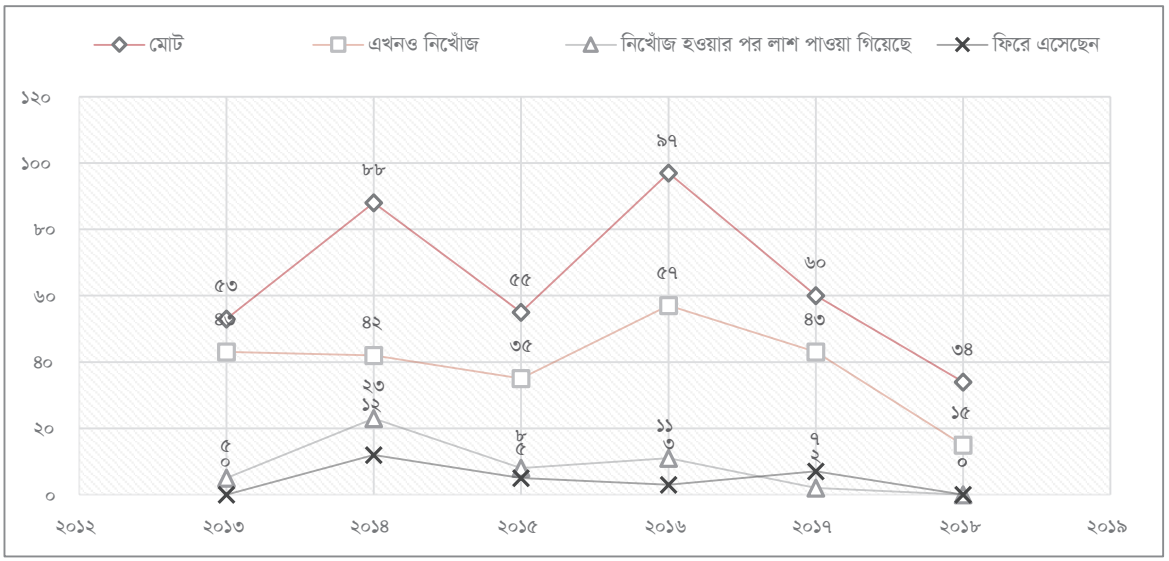

চিত্র ২: গুমের ঘটনাসমূহ, ২০১৩-২০১৮
সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

পরিবারের সদস্য, স্বজন ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে সংগৃহীত গুমের অধিকাংশ বিবরণ একই রকম। তাঁরা অভিযোগ করেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষত র‍্যাবের সদস্য পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকে এই ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নামযুক্ত জ্যাকেটও পরিধান করে ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় থানা, গোয়েন্দা সংস্থার অফিস বা র‍্যাবের স্থানীয় অফিসে যোগাযোগ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয়েছে, 'সে এখানে নেই'। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কেবল তাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকারই করেনি, বরং প্রায়শই ভুক্তভোগীর পরিবারকে অভিযোগ তোলার জন্য হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পত্রিকায় সংবাদ না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় থানা নিখোঁজ ব্যক্তির ব্যাপারে জিডি গ্রহণ করতেও অনীহা প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পরিবার সংবাদমাধ্যমে জানাতেও ভয় পান কারণ তাঁরা ভাবেন এটা তাঁদের প্রিয়জনের ফিরে আসার সম্ভাবনাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

দুটো ঘটনা থেকে গুমের ব্যাপ্তি প্রতিফলিত হয়। ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সাদা পোশাকধারী কয়েকজন ব্যক্তি ঢাকার রাস্তা থেকে ছয় যুবককে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেন যে, অপহরণকারীদের দৃশ্যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বলেই বোঝা যায়। কিছুদিন পর পাঁচজনের লাশ পাওয়া যায়। একজন এখনও নিখোঁজ। ২০১৪ সালের ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে দুটো গাড়ি থেকে সাতজন অপহৃত হন। এর মধ্যে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম, তাঁর আইনজীবী, তাঁর তিন সহযোগী ও দু'জন গাড়ির চালক। সবাই প্রকাশ্য দিবালোকে অপহৃত হয়েছিলেন। চারদিন পর তাঁদের লাশ নদীতে পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক বছর পর একটি স্থানীয় আদালত র‍্যাবের তিনজন কর্মকর্তাসহ ২৭ জনকে সাজা দেয় এবং উচ্চ আদালতেও সে রায় বহাল থাকে (রিতা ২০২০)। এই সময়ে গুমের সংখ্যা এতো বেশি বেড়ে যায় যে ২০১৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান স্বীকার করেন, যে কোনো সময় গুমের শিকার হতে পারে এমন ভয় নিয়ে জনগণ দিনযাপন করছে (উদ্দিন ২০১৭)।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত ২০১৩ ও ২০১৮ মধ্যকার তথ্য দেখাচ্ছে যে, নিখোঁজ হয়েছেন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন বলে বলা হয়েছে এমন ৫৩ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তবে তাঁদের বেশিরভাগকে পুলিশ বা র‍্যাব তুলে নেওয়ার কয়েকদিন পর গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গুম সম্পর্কিত তথ্যাবলি, ২০১৯-২০২১

উপরে উল্লিখিত পটভূমিতে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সংঘটিত গুমের ঘটনার প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসন্ধানের তাগিদে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি গবেষণা শুরু করে। এই কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ক) সাতটি সংবাদ পত্র থেকে: দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, মানবজমিন, দ্য ডেইলি স্টার, নিউ এজ এবং ঢাকা ট্রিবিউন; খ) অধিকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন সহ নানা মানবাধিকার সংগঠনের প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

এই গবেষণার আওতায় ৭১টি গুমের ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে; যারা কমপক্ষে দুইদিন নিখোঁজ ছিলেন কিন্তু ফিরে এসেছেন তারাও এতে অন্তর্ভুক্ত (পরিশিষ্ট ১); প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত অভিযুক্ত বাহিনীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। গুম হওয়া ব্যক্তির নাম ও গুমের স্থানসহ একটি তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সাতটি ঘটনার অনুসন্ধান চালানো হয়েছে (পরিশিষ্ট ২)।

৭১টি গুমের মধ্যে ১৬ জন ভুক্তভোগী এখনো নিখোঁজ (২২.৫৩%), পাঁচজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে (৭.০৪%)। সংবাদ প্রতিবেদন ও অন্যান্য সূত্র মতে, ২২ জনকে গ্রেফতার বা আটক দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে, (৩০.৯৮%)। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সরকার সব সময় অস্বীকার করে বলে এসেছে, যেসব গুমের অভিযোগ উঠেছে সেগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। যারা নিখোঁজ হয়েছেন তাঁদের পরিবার ও স্বজনরা অভিযোগ করেছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিখোঁজের সাথে জড়িত ছিল। পাঁচজন ভুক্তভোগীর অবস্থা এখনও অজ্ঞাত (সারণি ১)।

সারণি ১: গুম হওয়া ব্যক্তিদের অবস্থা, ২০১৯ - ২০২১

অবস্থা	সংখ্যা
গ্রেফতার	৯
মৃত	৫
আটক	২
কারাবন্দী	১১
নিখোঁজ	১৬
ফেরত	২৩
অজ্ঞাত	৫
মোট	**৭১**

আমাদের সংগৃহীত তথ্যের ৭১ জনের মধ্য থেকে ২৩ জন ফিরে এসেছেন (৩২.৩৯%)। তদুপরি, যারা এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকে জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছেন, তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থা বা নিখোঁজ কাল নির্বিশেষে তাঁরা সবাই নীরবতার পথ বেছে নিয়েছেন। যেমন- সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামান নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৫ মাস পর ২০১৯ সালের ১৬ মার্চ বাসায় ফিরে এসেছেন (দ্য ডেইলি স্টার ২০১৯)। এরপর থেকে তিনি জনসমক্ষে একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি, যেমন করেননি নিখোঁজ হওয়ার কিছুদিন পরই ফিরে আসা অন্যান্য ব্যক্তিরাও। প্রিয়জনদের কাছে ফেরত আসা সৌভাগ্যবানদের এই নীরবতা যেমন উদ্বেগজনক তেমনি তা অনেক কিছু প্রকাশও করে। প্রায়শই তাঁদেরকে মাঝরাতে ব্যস্ত রাস্তায় ফেলে যাওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের ১০ মার্চ সাবেক এমপি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর উচ্চপদস্থ নেতা সালাহ উদ্দীন আহমেদকে ডিবি পুলিশের পরিচয়ে একটি দল নিজ বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। দুই মাস পরে ১১ মে ভারতের শিলং-এ স্থানীয়রা তাঁকে মাঝরাস্তায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখতে পান। তাঁকে স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগ আনা হয়। তিনি কিভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পার হলেন তা রহস্যাবৃত এবং তাঁকে এখনও ভারতে আইনি লড়াই লড়তে হচ্ছে। ফিরে আসা ব্যক্তিরা তাঁদের অপহরণকারী বা তাঁদের বন্দিদশার অবস্থান সম্পর্কে কোনো প্রকার বিবরণ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। অপহরণ সম্পর্কে তাঁদের প্রায় অভিন্ন বিবরণ হচ্ছে যে, মুক্তিপণের জন্য তাঁদেরকে অপহরণ করা হয়েছে (দ্য ডেইলি স্টার ২০১৭), কিন্তু তাঁদের পরিবারের কাছে কখনো কোনো মুক্তিপণ দাবি করা হয়নি। একটি গুমের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তকারী পুলিশ জানিয়েছিল যে অপহরণের সাথে কোনো অপরাধী চক্রের জড়িত থাকার বিষয়টি তাঁরা খুঁজে পায়নি (নিউ এজ ২০১৭)।

আমরা ৫১ জন ব্যক্তির পেশা সম্পর্কিত তথ্য পেয়েছি (সারণি ২)। তন্মধ্যে এগারো জন হচ্ছেন রাজনীতিবিদ (মোট ভুক্তভোগীর ১৫.৪৯%) এবং সমান সংখ্যক ব্যবসায়ী রয়েছেন। তারপরেই সবচেয়ে বেশি গুমের শিকার হয়েছেন শিক্ষার্থীরা (৮ জন, ১১.২৬%)। ইসলামি শিক্ষাপ্রচার ও চাকরির সাথে জড়িত এমন পাঁচজনও গুমের শিকার হয়েছেন (৭.০৪%)। আমাদের গবেষণার তিন বছরের মধ্যে গুম হওয়া ব্যক্তিদের পনেরটি পেশা (রাজনীতিবিদ সহ) আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। এটি ভুক্তভোগীদের ব্যাপকতাকে ফুটিয়ে তুলে।

সারণি ২: গুম হওয়া ব্যক্তিদের পেশা, ২০১৯-২০২১

পেশা	সংখ্যা
ব্যবসায়ী	১১
দোষী সাব্যস্ত অপরাধী	১
চালক	২
মাদক ব্যবসায়ী	১
চলচ্চিত্র নির্মাতা	১
সাবেক সেনা সদস্য	১
ইমাম	১
ইসলাম প্রচারক	২
আইটি বিশেষজ্ঞ	১
সাংবাদিক	৩
পাটকল শ্রমিক	২

পেশা	সংখ্যা
খতিব	১
আইনজীবী	১
মাদ্রাসা শিক্ষক	১
রাজনীতিবিদ	১১
বেসরকারি চাকরিজীবী	৩
শিক্ষার্থী	৮
অজ্ঞাত	২০
মোট	**৭১**

গবেষণার জন্য নির্ধারিত সময়ে গুমের সর্বাধিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ২০২১ সালের মার্চ মাসে, এই সময় সংবাদমাধ্যমে ১০টি ঘটনা প্রকাশিত হয় (সারণি ৩)। এরপরেই হয়েছে ২০২১ এর জুন মাসে, ৮টি ঘটনা।

সারণি ৩: গুমের মাসভিত্তিক সারণি, ২০১৯-২০২১

২০১৯	সংখ্যা	২০২০	সংখ্যা	২০২১	সংখ্যা
জানুয়ারি	৬	জানুয়ারি	১	জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	২	ফেব্রুয়ারি	২	ফেব্রুয়ারি	১
মার্চ	৩	মার্চ	১	মার্চ	১০
এপ্রিল	৬	এপ্রিল	১	এপ্রিল	০
মে	৭	মে	০	মে	০
জুন	৪	জুন	৩	জুন	৮
জুলাই	১	জুলাই	৫	জুলাই	১
আগস্ট	০	আগস্ট	১	আগস্ট	২
সেপ্টেম্বর	১	সেপ্টেম্বর	০	সেপ্টেম্বর	০
অক্টোবর	০	অক্টোবর	২	অক্টোবর	০
নভেম্বর	১	নভেম্বর	০	নভেম্বর	০
ডিসেম্বর	০	ডিসেম্বর	০	ডিসেম্বর	২
	৩১		**১৬**		**২৪**
				মোট	**৭১**

সারণি ৪: গুমের অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান, ২০১৯-২০২১

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ঘটনার সংখ্যা
১	বরিশাল	১
২	চট্টগ্রাম	৮
৩	কক্সবাজার	২
৪	ঢাকা	২৬
৫	ফেনী	১
৬	যশোর	২
৭	খুলনা	৬
৮	কুষ্টিয়া	১
৯	কিশোরগঞ্জ	১
১০	লালমনিরহাট	১
১১	মাদারীপুর	১
১২	ময়মনসিংহ	৬
১৩	নারায়ণগঞ্জ	৭
১৪	নরসিংদী	২
১৫	নাটোর	১
১৬	নোয়াখালী	১
১৭	সিরাজগঞ্জ	২
১৮	ঠাকুরগাঁও	২
	মোট	**৭১**

ভৌগোলিকভাবে গুমের ঘটনাগুলো ১৮টি জেলাতে ঘটেছে। তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে ঢাকা (সারণি ৪)। ৭১টি ঘটনার মধ্যে ২৬টি গুমের ঘটনাই ঘটেছে ঢাকা জেলায়। ৮টি ঘটনা নিয়ে তালিকার ২য় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম (চিত্র ৩)।

চিত্র ৩: বাংলাদেশে গুমের ঘটনার ভৌগোলিক চিত্র, ২০১৯-২০২১

৭১টি ঘটনার মধ্যে আমরা ৫২টি ঘটনার সাথে কথিত জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রাপ্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ২১টি ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে (সারণি ৫)। অর্থাৎ, যেসকল ঘটনায় কথিত সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করা গিয়েছে সেগুলোর ৪০.৩৮% এর সাথে র‍্যাবের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। ১৬ টি ঘটনার সাথে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে, অর্থাৎ, সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করা গিয়েছে এমন ঘটনার ৩০.৭৬% এর সাথে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ উঠেছে গুম হওয়া ব্যক্তির পরিবার ও স্বজনদের পক্ষ থেকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীরাও এই দাবিগুলোকে সমর্থন করেছেন।

সারণি ৫: গুমের সাথে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০১৯-২০২১

বাহিনীর নাম	**সংখ্যা**
সিআইডি	১
ডিবি পুলিশ	১৬
ডিএমপি	১
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	১
আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ	৬
পুলিশ	৬
র‍্যাব	২১
অজ্ঞাত	১৯
মোট	**৭১**

সরকারি প্রতিক্রিয়া ও সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি

২০১১ সাল থেকে গুমের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পর মানবাধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করে আসছে যে, এর সাথে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জড়িত রয়েছে, এবং তারা এই ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছে। সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জড়িত থাকার যে কোনো ধরনের ইঙ্গিত কেবল প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং এসব গুমের তদন্তে কোনো ধরনের আগ্রহও দেখায়নি। উল্টো সরকারের বক্তব্যের মধ্যে পরিস্থিতির গুরুত্বকে লঘু করে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে। ২০১৭ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন যে, কিছু লোক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিব্রত করার জন্য স্বেচ্ছায় নিখোঁজ রয়েছেন (দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ২০১৭)। পুলিশ প্রধান বলেন যে, গুম ব্রিটিশ উপনিবেশ আমল থেকে চলে আসছে (হোসেন ২০১৭), এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিখোঁজ ব্যক্তিদের সাথে গুমের ঘটনাকে মিলিয়ে দাবি করেছেন ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও গুমের ঘটনা ঘটে থাকে (বিডিনিউজ২৪ ২০১৭)। ২০১৯ সালে নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কমিটির এক সভায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গুমের ঘটনাকে সরাসরি অস্বীকার করে বলেন যে, 'বাংলাদেশে প্রায়শই জোরপূর্বক গুম হয় এমন বক্তব্যের সাথে আমরা একমত নই' (গাঙ্গুলী ২০১৯)। তদুপরি এটা পরিষ্কার যে, সরকার এই ধরনের গুমের ঘটনার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী জার্মান ভিত্তিক সংবাদসংস্থা ডয়েচে ভেলের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে 'আমি অস্বীকার করবো না যে কিছু গুমের ঘটনা ঘটেছে' (ডয়েচে ভেলে ২০২১)। এমনকি ২০২১ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরও এই অস্বীকার চলছিল। ২০২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম এ মোমেন বলেন, 'সরকারের উপর চাপ দিয়ে ফায়দা হাসিলের জন্য গুমের অভিযোগ তোলা হয়' (দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২০২২)।

এই অস্বীকৃতি ক্ষমতাসীনদের জন্য রাজনৈতিক ফায়দা দিলেও, গুম বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের ধারা নং ২৭, ৩১, ৩২ ও ৩৩(১) নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সকল ব্যক্তির প্রতি ন্যায্য আচরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে:

> ২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
>
> ৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।
>
> ৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।
>
> ৩৩। (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

গুমের ঘটনা ১৯৯২ সালের 'গুম থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা'র ৯ ও ১৬ নং অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন (ইউএন ১৯৯২)। বাংলাদেশ ১৯৯২'র কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয় এবং নির্দিষ্টভাবে গুম নিয়ে কোনো আইনও বাংলাদেশে নেই। এগুলো সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও জড়িত থাকার বা সহযোগিতা করার যে কোনো অভিযোগকে অগ্রাহ্য করার অজুহাত হিসেবে কাজ করে।

ভুক্তভোগীর কণ্ঠস্বর

গত এক দশক ধরে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান গুমের ঘটনা এবং এই ভীতি মোকাবিলায় সরকারের অনীহা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা স্বাধীন তদন্তের দাবি জানিয়েছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের গুম বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ সরকারের কাছে ৪ মে ২০১১, ৯ মার্চ ২০১৬, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, ও ২২ মে ২০১৯ তারিখে চিঠি পাঠিয়েছে, এবং ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সফরের অনুমতি চেয়েছিলো। সবই যেন অরণ্যে রোদন! তবে সরকারের এ ধরনের আচরণ গুম হওয়া ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে তাদের প্রিয়জনদের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির লড়াই চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারিনি। তারা 'মায়ের ডাক' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যা আর্জেন্টিনার প্লাজা ডি মায়ো সংগঠনের অনুরূপ। পিনোশে'র শাসনামলে ১৯৭৬-১৯৮৩ সালের মধ্যে যে ব্যক্তিরা 'নিখোঁজ' হয়েছিলেন তাদের মায়েরা এই প্লাজা ডি মায়ো সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। ২০১৬ সালের ১২ মার্চে প্রতিষ্ঠিত 'মায়ের ডাক' নিরলসভাবে বিগত বছরগুলিতে প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশ করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে এটি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে (নিউ এজ ২০২১)।

উপসংহার ও সুপারিশ

গত এক দশকজুড়ে মানবাধিকার সংগঠনসমূহের প্রতিবেদন, জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ এর নথি এবং বর্তমান সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ গুম একটি উদ্বেগজনক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের অস্বীকৃতি পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তুলেছে এবং অপরাধীদের দায়মুক্তি প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ভুক্তভোগীদের স্বজন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দাবির বিপরীতে যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনী জড়িত না-ই থাকতো তাহলে বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই এই উদ্বেগজনক ঘটনার স্বাধীন তদন্ত করতে সম্মতি প্রদান করতো। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই গবেষণাটি নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করছে:

১) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশের অবিলম্বে 1992 Convention on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (গুম হওয়া থেকে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ) স্বাক্ষর করা;

২) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত দশকের গুমের প্রতিটি অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারের প্রতিনিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের সদস্য ও সাংবাদিকদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন কমিশন নিয়োগ দেয়া এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে আসা ।

৩) গুমের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের প্রিয়জনরা কোথায় আছে সে সম্পর্কে ভুক্তভোগীর পরিবারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য স্বাধীন কমিশনকে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করার অনুমতি দেয়া।

৪) জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রশ্নের জবাবে সাড়া দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে গুম হওয়া ব্যক্তিদের একটি তালিকা সরবরাহ করা এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের বাংলাদেশ সফরের অনুমতি দেয়া।

৫) সরকার কর্তৃক ভুক্তভোগীদের পরিবারকে হয়রানি বন্ধ করে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতপূর্বক ভুক্তভোগীদের পরিবারকে আইনি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।

৬) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কিত যে আইনগুলো (যেমন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধনী) আইন ২০০৩ এর ১৩ নং অনুচ্ছেদের 'সরল বিশ্বাস') উক্ত সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির ধারণা প্রদান করে সেগুলোকে বাতিল বা সংশোধন করা।

৭) মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি, সাংবাদিক ও আইনজীবীদের অন্তর্ভুক্ত করে গুমের তদন্ত ও জনসমক্ষে ফলাফল প্রকাশের ক্ষমতা প্রদানপূর্বক জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি)- কে ঢেলে সাজানো। এবং এই ধরনের যে কোনো তদন্ত প্রক্রিয়ায় সরকারের তরফ হতে পূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

পরিশিষ্ট এক

গুমের শিকার ব্যক্তিবর্গের তালিকা, ২০১৯-২০২১

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনার তারিখ	জেলা	পেশা	বর্তমান অবস্থা	জড়িত সংস্থা	তথ্য সংগ্রহের উৎস
০১	সাইদুর রহমান	১৯ ডিসেম্বর, ২০২১	ঢাকা	ব্যবসায়ী	গ্রেফতার করা হয়েছে	ডিবি পুলিশ	১০ জানুয়ারি, ২০২২ জনকণ্ঠ
০২	আবুল হাসিম	৭ ডিসেম্বর, ২০২১	কিশোরগঞ্জ	রাজনীতিবিদ	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	১১ জানুয়ারি, ২০২২ যুগান্তর
০৩	মাহফুজুর রহমান	৫ আগস্ট, ২০২১	ঢাকা	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ প্রথম আলো
০৪	রিজওয়ান হাসান রাকিন	৪ আগস্ট, ২০২১	ঢাকা	শিক্ষার্থী	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ প্রথম আলো
০৫	মুফতি মাহমুদুল হাসান গুনবি	৬ জুলাই, ২০২১	নোয়াখালী	ইসলাম প্রচারক	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	১০ অক্টোবর, ২০২১ অধিকার প্রতিবেদন
০৬	মোহাম্মদ নোমান	২ জুন, ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	ব্যবসায়ী	নিখোঁজ	ডিবি পুলিশ	২৭ জুন, ২০২১ প্রথম আলো
০৭	মোহাম্মদ নাসিম	২ জুন, ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	শিক্ষার্থী	নিখোঁজ	ডিবি পুলিশ	২৭ জুন, ২০২১ প্রথম আলো
০৮	শহিদুল ইসলাম	২ জুন, ২০২১	নারায়ণগঞ্জ	ইমাম	নিখোঁজ	ডিবি পুলিশ	২৭ জুন, ২০২১ প্রথম আলো
০৯	আবু ত্বহা আদনান	১০ জুন, ২০২১	ঢাকা	ইসলাম প্রচারক	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	১৩ জুন, ২০২১ বিবিসি নিউজ
১০	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১০ জুন, ২০২১	ঢাকা	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	১৩ জুন, ২০২১ বিবিসি নিউজ
১১	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১০ জুন, ২০২১	ঢাকা	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	১৩ জুন, ২০২১ বিবিসি নিউজ
১২	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	১০ জুন, ২০২১	ঢাকা	চালক	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	১৩ জুন, ২০২১ বিবিসি নিউজ
১৩	হাসান মোহাম্মদ আরিফ	১৪ জুন, ২০২১	ঢাকা	শিক্ষার্থী	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	২৮ জুন, ২০২১ নিউ এজ
১৪	মীর মোয়াজ্জেম হোসেন সাইফি	১৪ মার্চ, ২০২১	ময়মনসিংহ	খতিব	ফিরে এসেছে	র‍্যাব	১৭ মার্চ, ২০২১ বাংলা ট্রিবিউন
১৫	ফয়সাল	১৪ মার্চ, ২০২১	ময়মনসিংহ	চালক	ফিরে পাওয়া গেছে	র‍্যাব	১৭ মার্চ, ২০২১ বাংলা ট্রিবিউন

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনার তারিখ	জেলা	পেশা	বর্তমান অবস্থা	জড়িত সংস্থা	তথ্য সংগ্রহের উৎস
১৬	ইমন	১৪ মার্চ, ২০২১	ময়মনসিংহ	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	র‍্যাব	১৭ মার্চ, ২০২১ বাংলা ট্রিবিউন
১৭	মেহেদি হাসান	১৪ মার্চ, ২০২১	ময়মনসিংহ	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	র‍্যাব	১৭ মার্চ, ২০২১ বাংলা ট্রিবিউন
১৮	ইমতিয়াজ হোসেন সাব্বির	১১ মার্চ, ২০২১	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২২ মার্চ, ২০২১ টিবিএস
১৯	ফরহাদ বিন নেওয়াজ	১১ মার্চ, ২০২১	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২২ মার্চ, ২০২১ টিবিএস
২০	বোরহান	১১ মার্চ, ২০২১	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২২ মার্চ, ২০২১ টিবিএস
২১	মাসুদ হোসেন	১১ মার্চ, ২০২১	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২২ মার্চ, ২০২১ টিবিএস
২২	ইয়াসিন হক	৯ মার্চ, ২০২১	চট্টগ্রাম	সাংবাদিক	কারাবন্দী	সিআইডি	২২ মার্চ, ২০২১ টিবিএস
২৩	সোহাগ মিয়া	২ মার্চ, ২০২১	নরসিংদী	অজ্ঞাত	মৃত	অজ্ঞাত	০৯ মার্চ, ২০২১ নিউ এজ
২৪	মশিউর রহমান	৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	মাদারীপুর	রাজনীতিবিদ	ফিরে এসেছে	পুলিশ	৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রথম আলো
২৫	গোলাম সরোয়ার	২৯ অক্টোবর, ২০২০	চট্টগ্রাম	সাংবাদিক	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	০২ নভেম্বর, ২০২০ আসক প্রতিবেদন
২৬	তারেক রহমান	২১ অক্টোবর, ২০২০	ঢাকা	রাজনীতিবিদ	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	২২ অক্টোবর, ২০২০ নিউ এজ
২৭	দীপক ভৌমিক	২৪ আগস্ট, ২০২০	ঢাকা	ব্যবসায়ী	ফিরে এসেছে	র‍্যাব	০২ জানুয়ারি, ২০২১ প্রথম আলো
২৮	রাশেদ খান মেনন	২৪ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	ডিবি পুলিশ	২৯ জুলাই, ২০২০ যুগান্তর
২৯	রেদোয়ান ফরহাদ	২৫ জুলাই, ২০২০	কক্সবাজার	শিক্ষার্থী	ফিরে এসেছে	ডিবি পুলিশ	২৯ জুলাই, ২০২০ যুগান্তর
৩০	আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস	২২ জুলাই, ২০২০	ঢাকা	শিক্ষার্থী	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ প্রথম আলো
৩১	ওয়ালিয়ার রহমান	৫ জুলাই, ২০২০	খুলনা	পাটকল শ্রমিক	আটক করা হয়েছে	ডিবি পুলিশ	০৬ জুলাই, ২০২০ দ্য ডেইলি স্টার ০৭ জুলাই, ২০২০ নিউ এজ

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনার তারিখ	জেলা	পেশা	বর্তমান অবস্থা	জড়িত সংস্থা	তথ্য সংগ্রহের উৎস
৩২	নুর ইসলাম	৫ জুলাই, ২০২০	খুলনা	পাটকল শ্রমিক	আটক করা হয়েছে	ডিবি পুলিশ	০৬ জুলাই, ২০২০ দ্য ডেইলি স্টার ০৭ জুলাই, ২০২০ নিউ এজ
৩৩	ইব্রাহিম হোসেন	১৩ জুন, ২০২০	যশোর	রাজনীতিবিদ	কারাবন্দী	র‍্যাব	২০ জুন, ২০২০ যুগান্তর
৩৪	রিপন	১৩ জুন, ২০২০	যশোর	অজ্ঞাত	কারাবন্দী	র‍্যাব	২০ জুন, ২০২০ যুগান্তর
৩৫	মেহেদী মোরশেদ পলাশ	০৬ জুন, ২০২০	নারায়ণগঞ্জ	ব্যবসায়ী	অজ্ঞাত	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	৬ জুলাই, ২০২০ অধিকার প্রতিবেদন
৩৬	আব্দুল মাজেদ	১৮ এপ্রিল, ২০২০	কুষ্টিয়া	রাজনীতিবিদ	অজ্ঞাত	ডিবি পুলিশ	১৯ এপ্রিল, ২০২০ যুগান্তর
৩৭	শফিকুল ইসলাম কাজল	১০ মার্চ, ২০২০	ঢাকা	সাংবাদিক	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	১৮ মার্চ, ২০২০ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
৩৮	বোরহান উদ্দিন	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	সিরাজগঞ্জ	দোষী সাব্যস্ত অপরাধী	অজ্ঞাত	ডিবি পুলিশ	১ মে, ২০২০ অধিকার প্রতিবেদন
৩৯	আহসান হাবিব হামজা	৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০	ময়মনসিংহ	শিক্ষার্থী	নিখোঁজ	পুলিশ	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ প্রথম আলো
৪০	শেখ ইফতেখারুল ইসলাম	৯ জানুয়ারি, ২০২০	ঢাকা	শিক্ষার্থী	অজ্ঞাত	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ প্রথম আলো
৪১	হাফিজুর রহমান হাফিজ	২০ নভেম্বর, ২০১৯	লালমনিরহাট	আইনজীবী	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	২০ নভেম্বর, ২০১৯ ঢাকা ট্রিবিউন
৪২	রুবেল মিয়া	১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	ময়মনসিংহ	মাদক ব্যবসায়ী	মৃত	পুলিশ	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ দ্য ডেইলি স্টার
৪৩	মাহতীর মোহাম্মদ বিন ফরিদ	১ জুলাই, ২০১৯	বরিশাল	শিক্ষার্থী	ফিরে এসেছে	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৪৪	ইসমাইল হোসেন	১৯ জুন, ২০১৯	ঢাকা	ব্যবসায়ী	নিখোঁজ	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৪৫	হাসান মামুন	১৫ জুন, ২০১৯	ঢাকা	রাজনীতিবিদ	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনার তারিখ	জেলা	পেশা	বর্তমান অবস্থা	জড়িত সংস্থা	তথ্য সংগ্রহের উৎস
৪৬	সৈয়দ ইফতেখার আলম সৌরভ	৯ জুন, ২০১৯	চট্টগ্রাম	চলচ্চিত্র নির্মাতা	ফিরে এসেছে	র‍্যাব	১৯ জুন, ২০১৯ নিউ এজ
৪৭	ইয়াকুব	৭ জুন, ২০১৯	নরসিংদী	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	পুলিশ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৪৮	সানোয়ার হোসেন সানু	১০ মে, ২০১৯	সিরাজগঞ্জ	রাজনীতিবিদ	গ্রেফতার করা হয়েছে	অজ্ঞাত	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৪৯	গাজী মিলন	৫ মে, ২০১৯	ফেনী	রাজনীতিবিদ	নিখোঁজ	র‍্যাব	০৬ অগাস্ট, ২০১৯ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট
৫০	এসএম হাফিজুর রহমান সাগর	২ মে, ২০১৯	খুলনা	ব্যবসায়ী	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৫১	হাবিবুর রহমান	২ মে, ২০১৯	খুলনা	ব্যবসায়ী	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৫২	রাফিউর রহমান	২ মে, ২০১৯	খুলনা	ব্যবসায়ী	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৫৩	আব্দুল মান্নান	২ মে, ২০১৯	খুলনা	ব্যবসায়ী	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৫৪	আতাউর রহমান শাহীন	২ মে, ২০১৯	ঢাকা	আইটি বিশেষজ্ঞ	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	৫ আগস্ট, ২০১৯ বাংলা ট্রিবিউন
৫৫	গিয়াস উদ্দীন	এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২২ নভেম্বর, ২০১৯ আল জাজিরা
৫৬	মোহাম্মদ আলী	এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	অজ্ঞাত	নিখোঁজ	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২২ নভেম্বর, ২০১৯ আল জাজিরা
৫৭	মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান	১০ এপ্রিল, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	মাদ্রাসার শিক্ষক	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২৫ মে, ২০১৯ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট
৫৮	মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সরকার	১০ এপ্রিল, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	ব্যবসায়ী	কারাবন্দী	ডিবি পুলিশ	২৫ মে, ২০১৯ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রিপোর্ট

ক্রমিক নং	নাম	ঘটনার তারিখ	জেলা	পেশা	বর্তমান অবস্থা	জড়িত সংস্থা	তথ্য সংগ্রহের উৎস
৫৯	মাইকেল চাকমা	৯ এপ্রিল, ২০১৯	নারায়ণগঞ্জ	রাজনীতিবিদ	নিখোঁজ	অজ্ঞাত	০২ মে, ২০১৯ নিউ এজ
৬০	আবুল হায়দার	এপ্রিল, ২০১৯	ঢাকা	রাজনীতিবিদ	নিখোঁজ	র‍্যাব	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পলিগ্রাফ রিপোর্ট
৬১	রবিউল আওয়াল	২৫ মার্চ, ২০১৯	ঢাকা	রাজনীতিবিদ	ফিরে এসেছে	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬২	আকাশ	২ মার্চ, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	অজ্ঞাত	গ্রেফতার করা হয়েছে	পুলিশ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৩	হামিদুর রহমান	২ মার্চ, ২০১৯	ঠাকুরগাঁও	অজ্ঞাত	অজ্ঞাত	পুলিশ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৪	জামিল হোসেন মিলন	১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	নাটোর	ব্যবসায়ী	ফিরে এসেছে	অজ্ঞাত	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৫	মুকুল হোসেন	৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	সাবেক সেনা সদস্য	গ্রেফতার করা হয়েছে	র‍্যাব	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৬	রাকিব মোল্লা	২৫ জানুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	অজ্ঞাত	মৃত	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৭	অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি	২৬ জানুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	অজ্ঞাত	ফিরে এসেছে	আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ	২৭ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন
৬৮	জহিরুল হক খন্দকার	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	বেসরকারি চাকরিজীবী	মৃত	র‍্যাব	২২ নভেম্বর, ২০১৯ আল জাজিরা
৬৯	খোরশেদ আলম পাটোয়ারী	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	বেসরকারি চাকরিজীবী	কারাবন্দী	র‍্যাব	২২ নভেম্বর, ২০১৯ আল জাজিরা
৭০	সৈয়দ আকিদুল আলী	১৩ জানুয়ারি, ২০১৯	ঢাকা	বেসরকারি চাকরিজীবী	কারাবন্দী	র‍্যাব	২২ নভেম্বর, ২০১৯ আল জাজিরা
৭১	ইশতিয়াক আহমেদ	১ জানুয়ারি, ২০১৯	চট্টগ্রাম	অজ্ঞাত	মৃত	অজ্ঞাত	২৬ আগস্ট, ২০১৯ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন

পরিশিষ্ট দুই

গুম এর কেসস্টাডি, ২০১৯-২০২১

মাইকেল চাকমা

পটভূমি : পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর নেতা মাইকেল চাকমা ২০১৯ সালের ৯ এপ্রিল কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা যাওয়ার পথে নিখোঁজ হন, এবং তিনি এখনও নিখোঁজ। ইউপিডিএফ রাঙ্গামাটির অপর একজন নেতা ধনক্ষ চাকমা ১৬ এপ্রিল সোনারগাঁও থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি উল্লেখ করেন, মাইকেল ২৭ মার্চ থেকে ধনক্ষর বাসায় ভাড়া থাকতেন। মাইকেল যখন ৯ এপ্রিল বিকাল ৪.০০ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন ঘর তখন খালি ছিল; তিনি রাত ১০টার মধ্যে ফিরে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু আর কখনও ফিরে আসেননি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য: ইউপিডিএফের ছাত্রসংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক সুনয়ন জিডি করার জন্য ১৬ এপ্রিল সোনারগাঁও থানায় যান, কিন্তু পুলিশ মামলা না নিয়ে কেবল একটি অভিযোগ হিসেবেই বিবেচনা করে। একটি তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ ভুক্তভোগীর পরিবারকে জানায় যে মাইকেলের ফোন শেষ দেখা গিয়েছে ১৫ মে ঢাকার কাফরুলের মমতা শপিং কমপ্লেক্স- এ। ২০১৯ সালের ১৯ এপ্রিল যখন ধনক্ষ চাকমা জিডি দায়ের করতে যান, তখন তাঁকে সোনারগাঁও পুলিশ জানায় যে তারা ৭৭২ নং রেফারেন্সে ইতোমধ্যে নথিভুক্ত করে ফেলেছে। তদুপরি ১৩ মে হাইকোর্টে রিট আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত ২১ মে স্বরাষ্ট্র সচিবকে মাইকেলের নিখোঁজ সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দেন। পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আদালতকে জানান যে, বাংলাদেশের কোনো থানায় মাইকেল চাকমা নামের কাউকে তাঁরা খুঁজে পাননি। ৪ নভেম্বর হাইকোর্ট নিখোঁজ ব্যক্তির জিডি করতে পুলিশকে নির্দেশ দেন।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিবৃতি: পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ঢাকার প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। মাইকেল চাকমার সন্ধানে পুলিশের প্রচেষ্টায় তাঁরা সন্তুষ্ট নন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মাইকেল চাকমার গুমের ঘটনায় বিবৃতি দিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক তদন্তের পক্ষাবলম্বন ও মাইকেল কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

তারেক রহমান

পটভূমি : যুব অধিকার পরিষদের নেতা তারেক রহমানকে ২০২০ সালের ২০ অক্টোবর রাজধানীর রায় সাহেব বাজার মোড়ের কাছে সাদা পোশাকের একটি দল মাইক্রোবাসে করে অপহরণ করেছে বলে অভিযোগ ওঠে। যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক তারেক রহমান বিকালে একটি আইন বিষয়ক ফার্মে গিয়েছিলেন। যুব অধিকার পরিষদের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক মুহাম্মদ রাশেদ খান দাবি করেন যে, তিনি যখন কিছু কাগজপত্র ফটোকপি করতে নিচে গিয়েছিলেন তখনই সাদা পোশাকের একটি দল তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, যে গাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেটা ছিল রুপালি রঙের মাইক্রোবাস এবং লাইসেন্স প্লেট নাম্বার ছিল 'ঢাকা-১১২১৫৩৭'।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য: ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মাহবুব আলম দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, তারেক রহমান নামে কাউকে আটক করা হয়েছে বলে তারা জানেন না। বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক মুহম্মদ রাশেদ খান জানান, ঘটনার বিষয়ে তাঁরা কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করতে গেলেও পুলিশ জিডি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। কোতোয়ালি অঞ্চলের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার মুহিত সেরনিয়াবাত জানান যে, পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে এবং পুলিশ সাধারণ ডায়েরি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেনি।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

হাফিজুর রহমান হাফিজ

পটভূমি: আইনজীবী হাফিজুর রহমান হাফিজ (৫২) ২০১৯ সালের ১৯ নভেম্বর লালমনিরহাট জজ কোর্ট থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন। অ্যাডভোকেট হাফিজ সদর উপজেলার সাপটানা এলাকার বাসিন্দা এবং লালমনিরহাট আইনজীবী সমিতির সাবেক সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শিরিনাজ পারভীন জানিয়েছেন যে হাফিজুর যথারীতি সকাল ১০টায় আদালতে গিয়েছিলেন কিন্তু রাত ১১টা হয়ে গেলেও অন্যান্য দিনের মতো বাড়ি ফেরেননি। এরপর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'যখন ফোনে পাইনি, আমরা তাঁকে খুঁজতে আমাদের আত্মীয়দের বাড়ি গিয়েছিলাম।' তিনি দাবি করেন, 'আমি শুধু আমার স্বামীকে ফেরত চাই'।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য: এ ঘটনায় হাফিজুর রহমানের ছেলে সাদমান সাকিব স্নিগ্ধ ২০ নভেম্বর লালমনিরহাট সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। লালমনিরহাট সদর থানার ওসি মাহফুজ আলম বলেন, 'অ্যাডভোকেট হাফিজুরের পরিবারের সদস্যরা তাঁর নিখোঁজের ঘটনায় একটি জিডি করেছেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে ইন্সপেক্টর মোজাম্মেল হককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

মঙ্গলবার বিকেল ৫টা থেকে হাফিজুরের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ওসি জানান, 'আমরা তাঁর নিখোঁজের বিষয়ে গভীর তদন্ত করছি'।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

নোমান, নাসিম ও ইসলাম

পটভূমি: ব্যবসায়ী মোহাম্মদ নোমান, মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ নাসিম ও মসজিদের ইমাম শহিদুল ইসলামকে ২০২১ সালের ২ জুন পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে সাদা পোশাকধারী একদল লোক তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁরা নিখোঁজ।

গুম হওয়া নোমানের বাবা সারোয়ার হোসেন জানান, আড়াইহাজারের বান্টি বাজারে নোমানের একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে। ২ জুন সকালে দোকানে যাওয়ার জন্য বাসা থেকে বের হন নোমান। সারোয়ার জানান, সকাল ১১টার দিকে তাঁর ছেলে বাজারে পৌঁছায়। এ সময় ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে সাত থেকে আটজনের একটি দল তাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। একই সময় নাসিম ও শহিদুলকেও একই স্থান থেকে তুলে নেওয়া হয়। সারোয়ার বলেন, আততায়ীরা মুখোশ পরা ছিল ফলে তাদের চেনা যায় নি। ২০২১ সালের ২৭ জুন ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করতে এবং তাঁদের প্রিয়জনের মুক্তির দাবিতে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য : ঘটনার পর ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্যরা আড়াইহাজার থানা ও জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন, কিন্তু পুলিশ এ ধরনের কোনো গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করে। পরে তাঁরা ডিবি অফিসসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্যান্য কার্যালয়ে গেলেও কেউ তিনজনকে আটকের কথা স্বীকার করেনি। সংবাদ সম্মেলনে নোমানের বাবা জানান, তাঁরা তিনজনের সন্ধানের জন্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার, আড়াইহাজার থানা ও র‍্যাব-১১- কে চিঠি পাঠিয়েছেন।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

রিজওয়ান হাসান রাকিন

পটভূমি : মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিজওয়ান হাসান রাকিন এবং তাঁর স্ত্রীর ভাই মাহফুজুর রহমান ২০২১ সালের ৪ আগস্ট মিশর থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। রিজওয়ানের দাদা সেলিম সারোয়ার তাঁকে আনতে বিমানবন্দরে যান। মাহফুজ বিমান থেকে নামার পরপরই সেলিম সারওয়ারকে ফোন করে তাঁদের আসার খবর দেন। মাহফুজ জানান, ইমিগ্রেশন ডেস্ক পার হওয়ার পর তাঁকে এবং রিজওয়ানকে চোখ বেঁধে একটি গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের আলাদা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাহফুজকে রিজওয়ানের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা এবং রিজওয়ান কখনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের সময় রিজওয়ানের অবস্থান সম্পর্কে মাহফুজ জানতেন না। পরে রাত সাড়ে ১১টার দিকে কয়েকেজন লোক মাহফুজকে যাত্রাবাড়ীতে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় রাকিনের বাবা আবু জাফর বিমানবন্দর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন। তিনি জানান, ঘটনার সময় তিনি স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে সৌদি আরবে ছিলেন। ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে দেশে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তাঁরা। ঘটনার পরপরই তাঁর দাদা বিমানবন্দর থানায় সাধারণ ডায়েরি করতে যান। পুলিশ মামলাটি গ্রহণ করেনি তবে তিনি একটি নোট রেখে এসেছিলেন। পুলিশ ৩ সেপ্টেম্বর জিডি করার অনুমতি দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য: বিমানবন্দর পুলিশের উপ-পরিদর্শক ও জিডি তদন্ত কর্মকর্তা আজিজুল হক প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জিডি করতে না দেয়া বিষয়ে পরিবারের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই তিনি জিডির তদন্ত করে আসছেন। রিজওয়ানকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।

বর্তমান অবস্থান: নিখোঁজ।

এস এম হাফিজুর রহমান সাগর

পটভূমি: খুলনাস্থ ব্যবসায়ী এস এম হাফিজুর রহমান সাগরকে (৪৩) র‍্যাব-৬ তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। ২০১৯ সালের ২ মে বৃহস্পতিবার খুলনার পূর্ব বানিরখামার এলাকার নজরুল ইসলামের বাড়ি থেকে এসএম হাফিজুর রহমান সাগরসহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব। পরদিন ওই বাড়ি থেকে তিনজনকে আটকের বিষয়ে বিবৃতি জারি করে র‍্যাব। কিন্তু হাফিজুর রহমান সাগরকে গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করা হয়। তাঁর স্ত্রী হোসনে আরা তানিয়া ও তাঁর বোন নিশি মানবাধিকার কর্মীদের জানান, ২ মে এসএম হাফিজুর রহমান সাগর ও তাঁর তিন ব্যবসা-সহযোগী খুলনার পূর্ব বানিরখামারের বড়ো মসজিদের সামনে নজরুল ইসলামের বাড়িতে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্য অবস্থান করছিলেন। আনুমানিক দুপুর আড়াইটার দিকে র‍্যাব-৬ এর একটি দল বাড়িতে অভিযান চালায়। র‍্যাব এসএম হাফিজুর রহমান সাগর

ও তাঁর তিন ব্যবসা-সহযোগী হাবিবুর রহমান (২৪), মো. রাফিউর রহমান রাজিব (৩০), এবং মো. আবদুল মান্নান (৫০)- কে গ্রেফতার করে। তাঁরা ৪ মে র‍্যাব-৬ এর খুলনা কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে লে. কর্নেল সৈয়দ মোহাম্মদ নুরুস সালেহিন ইউসুফ এবং স্পেশাল কোম্পানি কমান্ডার মো. শামীম শিকদার অন্য তিনজনের গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেন, কিন্তু এসএম হাফিজুর রহমানের কথা অস্বীকার করেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বক্তব্য: হাফিজুর রহমান সাগরের স্ত্রী হোসনে আরা তানিয়া ৩ মে, শুক্রবার খালিশপুর থানায় একটি জিডি করেন। পরবর্তীতে র‍্যাবের অভিযানের কথা শুনে তাঁর পরিবার র‍্যাবের সাথে যোগাযোগ করেন, তারা গ্রেফতারের কথা অস্বীকার করেন। হোসনে আরা তানিয়া ২০১৯ সালের ৪ মে একটি জিডি করার জন্য খুলনা সদর থানায় যান। কিন্তু থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির জিডি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। হাফিজুর রহমানের পরিবারের সদস্যদের মতে, বিষয়টি সবার নজরে না আনার জন্য র‍্যাব-৬ ভুক্তভোগীদের পরিবারকে হুমকি দেয়। পরিবার দাবি করে যে, র‍্যাবের কর্মকর্তা তাঁদেরকে বলেছেন যে সাগর পলাতক রয়েছে এবং সাগরকে গ্রেফতার করার অন্য একটি অভিযান চালানো হবে।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস

পটভূমি: আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস নামক এক শিক্ষার্থীকে ২০২০ সালের ২২ জুলাই ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাঁর বাসা থেকে 'দুই যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার' জন্য 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পরিচয়দানকারী একটি দল তুলে নিয়ে যায়, এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। ইউনুসের ভাই আবদুর রহমান জানান, মোহাম্মদপুর সেন্ট্রাল কলেজের শিক্ষার্থী ২৩ বছর বয়সী ইউনুসকে সাদা পোশাকধারী ও ছোট ছোট আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত কয়েকজন 'পুরুষ' তুলে নিয়ে যায়। আবদুর রহমান জানান, ২২ জুলাই রাতে তিন ব্যক্তি তাঁদের বাসায় আসেন এবং ইউনুসকে দুজন যুবকের ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন তাঁদেরকে চিনতে পারছেন কি না। তিনি বলেন, 'যখন আমার ভাই বলেন যে, তিনি তাঁদের একজনকে চেনেন, তখন তাঁরা তাঁকে তাঁদের সাথে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। আমরা ছবিগুলো দেখার অনুরোধ করলে প্রত্যাখ্যাত হই।' ইউনুস তাঁর বড় ভাই আবদুর রহমানের সঙ্গে রাজধানীর মোহাম্মদপুর জেলার কাটাসুরের ঢাকা রিয়েল এস্টেট এলাকায় থাকতেন। তাঁদের পিতা-মাতা নরসিংদী থাকেন। আবদুল্লাহর পরিবার বিশ্বাস করে যে, তিনি কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, কোনো চক্র বা কোনো অপহরণকারীর কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণের দাবি আসেনি।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিবৃতি: ভুক্তভোগীর ভাই বলেছেন যে তাঁরা পরের দিন মোহাম্মদপুর থানায় একটি নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করতে যান, কিন্তু পুলিশ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাঁদেরকে মিন্টো রোডে অবস্থিত গোয়েন্দা বিভাগ বা র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের অফিসে রিপোর্ট করার পরামর্শ দেয়া হয়। তাঁরা ডিবি ও র‍্যাবের অফিসে গিয়েছেন, কিন্তু কোনো ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। তিনি আরও বলেন, ২৪ জুলাই পুলিশ জিডি গ্রহণ করে। মোহাম্মদপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার জিডির তদন্ত করছেন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁরা ইউনুসকে এখনও শনাক্ত করতে পারেননি। তিনি নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কিত জিডি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে (ডিবি) পাঠিয়েছিলেন।

বর্তমান অবস্থা: নিখোঁজ।

গবেষণার মূল অংশের তথ্যসূত্র

উদ্দিন, জামাল. "'People are Living in Fear of Disappearances'." *ঢাকা ট্রিবিউন.* ডিসেম্বর ১০, ২০১৭.

গাঙ্গুলী, মীনাক্ষী. "Enforced Disappearances Met with Denials from Bangladesh." *হিউম্যান রাইটস ওয়াচ.* আগস্ট ২২, ২০১৯.

ডয়েচে ভেলে (DW). "Gowher Rizvi on Conflict Zone." *DW.com.* সেপ্টেম্বর ১, ২০২১.

দ্য ডেইলি স্টার. "'Masked Men Asked Utpal for Money'." *দ্য ডেইলি স্টার.* ডিসেম্বর ২০, ২০১৭.

দ্য ডেইলি স্টার. "Missing Ex-Ambassador Returns Home after 15 Months." *দ্য ডেইলি স্টার.* মার্চ ১৬, ২০১৯.

দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস. "Difficult to Find People Willingly Disappear: Kamal." *দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস.* নভেম্বর ৮, ২০১৭.

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড. "Allegation of Disappearance Raised to Realise Interest by Putting Pressure: Foreign Minister." *দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড.* ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২২.

নিউ এজ. "No Involvements of Criminal Gangs Found: Police." *নিউ এজ.* নভেম্বর ১৯, ২০১৭.

নিউ এজ. "Raid on House of Victim of Disappearance Condemned." *নিউ এজ.* নভেম্বর ১, ২০২১.

নেত্র নিউজ. "UN working group: Bangladesh government uses enforced disappearance to target political opponents or other dissidents." *নেত্র নিউজ.* ডিসেম্বর ২৩, ২০২১.

বিডিনিউজ২৪.কম. "Enforced Disappearance Situation More Grim in US than Bangladesh, Says Hasina." *বিডিনিউজ২৪.কম.* নভেম্বর ২৪, ২০১৭.

মাহমুদ, ফয়সাল. "How Bangladesh Police are Hounding Families of 'Enforced Disappearances'." *টিআরটি ওয়ার্ল্ড.* জানুয়ারি ১৮, ২০২২.

রহমান, শেখ আজিজুর. "Bangladesh Police Accused of Hounding Families of Victims of Enforced Disappearances." *ভয়েজ অব আমেরিকা (VOA).* জানুয়ারি ২৯, ২০২২.

রিতা, শামীমা. "Six Years on, Narayanganj 7-Murder Trial Still Awaits Verdict." *ঢাকা ট্রিবিউন.* এপ্রিল ২৭, ২০২০.

হোসেন, মাজ. "Right Groups Criticize Enforced Disappearances in Bangladesh." *ভয়েজ অব আমেরিকা (VOA).* নভেম্বর ২৯, ২০১৭.

United Nations Human Rights. "Declaration on the Protections of All Persons from Enforced Disappearance." *United Nations Human Rights.* n.d. Accessed March 3, 2022.

U.S. Department of Treasury (10th December, 2021), *Treasury Sanctions Perpetrators of Serious Human Rights Abuse on International Human Rights Day.* Available at: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0526> (Accessed March 3, 2022).

গুম-এর তথ্যাবলির জন্য যেসকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে

Ain o Salish Kendra (2nd November, 2020), Journalist Golam Sarowar Rescued from Kumira, Sitakunda: ASK's Demand to Take Legal Steps after Identification of Perpetrators through Neutral Investigation.

Ain o Salish Kendra (May, 2021), Human Rights Situation of Bangladesh in 2020, An Observation.

Ain o Salish Kendra (17th June, 2021), Abu Tawha and his Companions Missing for 9 Days: ASK's Strong Demand to Find Them and Take Legal Actions against Those Responsible.

Al Jazeera (22nd November, 2019), Employee of UK-based Bangladeshi Businessman Dies in Custody.

Amnesty International (18th March, 2020), Bangladesh: Reveal whereabouts of Disappeared Journalist, End Repression.

Asian Human Rights Commission (26th August, 2019), BANGLADESH: Enforced Disappearances Continue since 2009 with Impunity.

Asian Human Rights Commission (28th May, 2021), BANGLADESH: Families Take to the Streets to Demand Justice for Enforced Disappearances.

Human Rights Watch (16th August, 2021), "Where No Sun Can Enter" A Decade of Enforced Disappearance in Bangladesh.

Human Rights Watch (9th December, 2021), Bring Home the 'Disappeared', Investigate Enforced Disappearances, Hold Those Responsible to Account.

Odhikar (12th October, 2019), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2019.

Odhikar (8th February, 2020), Annual Human Rights Report 2019, Bangladesh.

Odhikar (1st May, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period January-March 2020.

Odhikar (6th July, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period April-June 2020.

Odhikar (9th October, 2020), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2020.

Odhikar (25th January, 2021), Annual Human Rights Report 2020, Bangladesh.

Odhikar (8th April, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period January-March 2021.

Odhikar (9th July, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period April-June 2021.

Odhikar (10th October, 2021), Three-Month Monitoring Human Rights Report on Bangladesh, Reporting Period July-September 2021.

POLYGRAPH.info (14th September, 2021), People Disappear, But Bangladesh Pretends They Don't.

কেসস্টাডির তথ্যসূত্র

মাইকেল চাকমা

Adams, Brad. "Still No Answers on Activist's Disappearance in Bangladesh Indigenous Rights Defender Michael Chakma Went Missing One Year Ago Today." *Humans Right Watch.* April 8, 2020.

Alif, Abdullah. "Michael Chakma's Disappearance: Police Accused of Not Filing GD despite HC Order." *Dhaka Tribune.* January 16, 2020.

Amnesty International. "Bangladesh: Fears of Activist's Enforced Disappearance: Michael Chakma." *Amnesty International.* May 8, 2019.

Daily Asian Age. "Release Michael Chakma Demo at Dhaka University." *Daily Asian Age.* April 27, 2019.

New Age. "Torch Procession Demands Tracing Michael." *New Age.* May 2, 2019.

New Age. "UPDF asks government to trace Michael Chakma." *New Age.* January 16, 2020.

তারেক রহমান

New Age. "Juba Odhikar Leader Picked up." *New Age.* October 21, 2020.

The Daily Star. "Juba Odhikar Parishad Leader Tarek Rahman Allegedly Picked up by Men in Plainclothes." *The Daily Star.* October 21, 2020.

হাফিজুর রহমান হাফিজ

Bangla Tribune. "Lawyer Goes Missing in Lalmonirhat." *Bangla Tribune.* November 20, 2019.

Hossain, Moazzem. "Senior Advocate Goes Missing in Lalmonirhat" *Dhaka Tribune,* November 20, 2019.

New Age. "Lawyer missing for 4 days." *New Age.* November 30, 2019.

নোমান, নাসিম ও ইসলাম

প্রথম আলো. "২৫ দিন ধরে নিখোঁজ তিন তরুণ, স্বজনদের কান্না" *প্রথম আলো.* জুন ২৭, ২০২১.

Daily Sun. "3 men of NÕganj remain Missing for 25 Days." *Daily Sun.* June 28, 2021.

Rashid, Muktadir. "4 Abductees remain Missing for Weeks." *New Age.* June 28, 2021.

রিজওয়ান হোসেন রাকিন

প্রথম আলো. "বিমানবন্দরে নামার পরই নিখোঁজ হয়েছিলেন রিজওয়ান, কেউই কিছু জানে না" *প্রথম আলো.* সেপ্টেম্বর ৬, ২০২১.

এসএম হাফিজুর রহমান সাগর

Asian Human Rights Commission. "BANGLADESH: Enforced Disappearances Continue since 2009 with Impunity." *Asian Human Rights Commission.* August 26, 2019.

আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস

Prothom Alo. "Picked by 'Plainclothesmen', College Student Missing for Two Months." *Prothom Alo.* September 21, 2020.

Rashid, Muktadir. "Student Missing for 2 Months after Taken by 'People from Administration'." *New Age.* September 20, 2020.

Centre for Governance Studies

45/1 New Eskaton (2nd Floor), Dhaka 1000, Bangladesh
Phone: +880258310217, +880248317902, +8802222223109
Email: ed@cgs-bd.com
Website: www.cgs-bd.com

978-984-95364-3-7